কাজী জহিরুল ইসলাম জন্মগ্রহন করেন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায়। তিনি আশির দশকের কবি। দেশের প্রায় সব পত্র পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী এবং প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯। কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কবি জসীম উদ্‌দীন পুরস্কার ১৪০৬' এ ভূষিত। বর্তমানে জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসাবে আইভরি কোস্টে কর্মরত। আন্তর্জালের একজন নিয়মিত লেখক। *'কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ও তারুণ্যের প্রতি পক্ষপাত'* শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন কবি আল মাহমুদ, যেটি আল মাহমুদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবির সৃজন-বেদন'-এ সংকলিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'ক্রোধ আছে-কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসা-স্বপ্ন-তৃষ্ণা প্রবলতর অর্থাৎ জিজীবিষা আর ইতিবাচকতা। কাজী জহিরুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত সপ্রেম দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন জীবন ও পৃথিবীর দিকে, ভালোবাসাতেই সিক্ত করেছেন মরুভূমির আতপ্ত হৃদয়'। সেই ভালোবাসার আলোয় স্নাত উপন্যাস 'গ্রহান্তরের সুখ' সাতরঙের পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

-সম্পাদক, সাতরঙ

গ্র হা ন্ত রে র সু খ

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

।।পাঁচ।।

ইজি চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় চোখ মুদে আছেন অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি একিউ খন্দকার। বাঁ দিকের একটি ডাবল সোফায়, বলগা হরিণের চামড়ার ওপর, হেলান দিয়ে বসা কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলী আহমদ। খন্দকার সাহেবের কপালের চিকন ঘামের রেখা তিনটি অর্ধচন্দ্রকে সুস্পস্ট করে তুলেছে। গভীর দুশ্চিন্তার আভাস। হেডমাস্টার সাহেব কিছু বলবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন কিন্তু ভয়ে বলতে পারছেন না। তিনি দেয়ালে সাঁটানো একটি বারো ফুট দীর্ঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন এইরকম একটা চামড়া তার স্কুলে থাকলে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের খুব সহজেই জাতীয় পশু চেনাতে পারতেন।

সামনের তের তারিখে তিতাসে নৌকা ভাইস প্রতিযোগীতা। প্রতি বছরের মতো এবারও নবীনগর থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে, গ্রাম থেকে, প্রতিযোগীরা নানান রঙে সাজানো কতো কতো বাহারী রঙিলা ডিঙ্গি, সরোঙ্গা নিয়ে আসবে। কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা মিলে একটা টিম গঠন করেছে। নৌকা তৈরীর কাজও বেশ জোরে-সোরে এগিয়ে চলেছে, দেড়শ ফুট লম্বা সরোঙ্গা নৌকা। ছিয়াত্তুরটা গুঢ়া থাকবে সরোঙ্গায়। আটটি দাঁড় আর চল্লিশটি বৈঠা যখন তিতাসের পানি কাটতে

শুরু করবে, কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের সাড়ে পাঁচ ফুট প্রশস্ত দাড়াশ সাপের মতো সরোঙ্গাটি তখন বাতাশে শিষ কেটে হাওয়ায় উড়াল দিবে। আলী আহমদ সাহেব চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান তিতাসের বুকে ভাসছে হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের নাম লেখা লাল ব্যানারে শোভিত দেড়শ ফুট দীর্ঘ একটি সরোঙ্গা। আর তার অতি প্রিয় ছাত্ররা সেটিকে পঙ্খীরাজের মতো চালিয়ে চোখের নিমিষে সকলের আগে পৌছে গেছে গন্তব্যে। এবারের ভাইসের প্রথম পুরস্কার একটি ২১ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন। আধুনিক স্কুলে একটি রঙিন টেলিভিশন থাকা খুবই জরুরী। ছেলে-মেয়েরা, শিক্ষকরা সংবাদ শুনবে, নিজের চোখে দেখবে দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে। টিমের খরচপাতির জন্য টাকা দরকার। নৌকা তৈরীর সব টাকাও এখনো জোগাড় হয় নাই। টাকার জোগাড়েই আলী আহমদ সাহেব ঢাকা এসেছেন। খন্দকার সাহেবের স্ত্রীর নামে স্কুল। সেই স্কুলের টিম। টাকার জন্য তার কাছে না এসে তিনি আর কোথায় যাবেন?

হেডমাস্টার সাহেব?

চোখ বন্ধ করে খুব মৃদুস্বরে ডাকেন খন্দকার সাহেব। কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা ডানদিকের কান থেকে খসে গেছে, নাকের ওপর তেছড়াভাবে বসে আছে।

জ্বি স্যার।

টেবিলের ওপর কয়টা খবরের কাগজ আছে?

ছয়টা স্যার। চারটা বাংলা, দুইটা ইংরেজী।

শিরোনামগুলি পড়েন।

হেডমাস্টার সাহেব অনুগত ছাত্রের মতো পড়তে শুরু করেন।

‘দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ/বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্র’

-দৈনিক ইত্তেফাক

‘বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ/সাতজন আহত’

-দৈনিক জনকণ্ঠ

‘প্রেমের আগুনে জ্বলছে বিশ্ববিদ্যালয়
কে এই ট্রয় নগরীর হেলেন?’

-দৈনিক আজকের কাগজ

‘ঢাবিতে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ
ঘটনার নায়িকাসহ আহত সাত’

-দৈনিক ইনকিলাব

স্যার, ইংরেজীগুলোও পড়বো?

না, থাক।

চোখ মেলে তাকান খন্দকার সাহেব।

হেডমাস্টার সাহেব।

জ্বি স্যার।

ইনকিলাবের নিউজটা পড়েছেন?

জ্বি স্যার, দুইবার পড়েছি।

আপনার কি মনে হয় আমার মেয়ে রাজনীতির সাথে জড়িত আছে?

জ্বি না স্যার। অপু মামণি রাজনীতির সাথে জড়িত নাই।

খন্দকার সাহেব সোজা হয়ে বসেন। চশমাটা ঠিকমতো চোখে দিয়ে ইজি চেয়ার থেকে উঠে হেডমাস্টারের মুখোমুখি একটি সিঙ্গেল সোফায় বসেন।

কি করে বুঝলেন যে আমার মেয়ে রাজনীতির সাথে জড়িত না?

স্যার, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্তা নিজেই সবচেয়ে সঠিক উত্তরটা জানেন। অন্যকে প্রশ্ন করেন আত্মবিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য। আপনার প্রশ্ন করার ধরন দেখে আমি উত্তরটা আন্দাজ করেছি। প্রশ্নকর্তা সবসময় তার প্রশ্নের একটি নির্দিষ্ট উত্তর প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধিমান উত্তরদাতা ঠিক সেই উত্তরটাই দেয়। যে ছাত্র এগজামিনারের মনের মতো উত্তর লেখতে পারে, সেই ছাত্রই পরীক্ষায় অধিক নম্বর পায়। আমি আমার ছাত্রদের এই কথা সবসময় বলি স্যার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন খন্দকার সাহেব।

আপনি খুব ভালো হেডমাস্টার আলী আহমদ সাহেব।

আলী আহমদ সাহেব সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান। এগিয়ে গিয়ে খন্দকার সাহেবকে কদমবুসি করেন। খন্দকার সাহেব এতে প্রীত কিংবা বিরক্ত কোনোটাই হন না। আবেগে আলী আহমদ সাহেবের চোখে পানি এসে যায়। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তাকে ‘খুব ভালো’ হেডমাস্টার বলেছেন, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে। তিনি তার কাঁধের ওপরে ভাঁজ করে রাখা শালটা দিয়ে চোখ মোছেন।

স্যার, আপনার মুখের এই একটি বাক্য আমার জন্য যে কত বড় প্রাপ্তি আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

সিরাজ।

খন্দকার সাহেবের ডাকে মধ্যবয়স্ক কাজের লোক সিরাজ এগিয়ে আসে।

মস্টার সাহেব কে গেস্ট রুম দেখিয়ে দাও। যান হেডমাস্টার সাহেব। হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন। আমি ওপরে যাচ্ছি।

ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে একটি পেঁচানো সিঁড়ি পাক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়। ওখানেই খন্দকার সাহেবের বেডরুম। দোতলাতেই, অন্য পাশে আরো দুটি বেডরুম। একটি মিলির, অন্যটি

অপুর। হামিদা খন্দকারের সাড়া জীবনের স্বপ্ন ছিল একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি করার। মানুষের জীবনের সেরা স্বপ্নটিই হয়ত পূরণ হয় না। হামিদা খন্দকারেরও হয় নি। তিনি এই ডুপ্লেক্স বাড়িটি দেখে যেতে পারেন নি। হামিদা খন্দকার যখন মারা যান, তখন খন্দকার সাহেব কোনোরকমে একতলাটা দাঁড় করিয়েছিলেন। দেয়ালে চুনকামও করাতে পারেন নাই। বাড়ির নাম রেখেছিলেন খন্দকার ভিলা। স্ত্রীর মৃত্যুর অনেক বছর পর যখন তিনি রিটায়ারমেন্টের টাকা দিয়ে ডুপ্লেক্সটা সম্পন্ন করেন তখন বাড়ির নাম বদলে রাখেন হামিদা লজ।

হামিদা লজের কলিং বেল বেজে ওঠে। খন্দকার সাহেব সিঁড়ির মাঝ বরাবর উঠে বেলের শব্দে থেমে দাঁড়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান ড্রয়িংরুমের সদর দরোজার দিকে। সিরাজ ততোক্ষণে দরোজা খুলে দিয়েছে।

তিনজন মানুষ ঘরে ঢোকে। দলপতি খন্দকার সাহেবের দিকে তাকিয়েই একটি সেল্যুট ঠুকে দেয়।

স্যার আমি ডিবির ইন্সপেক্টর হাবিব। আমরা স্যার মিস শিরিন খন্দকার অপুর সাথে দুই মিনিট কথা বলবো।

আপনারা বসেন।

খন্দকার সাহেব অসমাপ্ত সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙে দোতলায় উঠে যান।

হেডমাস্টার সাহেব একটা আউলাঅরুন্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনজন পুলিশ বাড়িতে। এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল গতকাল। এর মধ্যে টাকার কথা তিনি কি করে তোলেন বুঝে উঠতে পারছেন না। বেশী দেরীও করা যাবে না। আজ বিকেলের ট্রেনে ভৈরব হয়ে নবীনগরের লঞ্চ ধরবেন ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু ভাবগতি দেখেতো মনে হচ্ছে না তিনি আজ যেতে পারবেন। অথচ তিনি নবীনগর পৌঁছাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই নৌকা ভাইসে অংশ নেওয়াটা ইজ্জতের মামলা। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবকে তিনি নিজে কথা দিয়েছেন, নৌকা তৈরীর কাজও এগিয়ে চলেছে। এখন রণে ভঙ্গ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব না। কিন্তু খন্দকার সাহেবের মনের যে অবস্থা যদি তিনি টাকা না দেন তাহলে কি হবে? মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে হেডমাস্টার সাহেবের। আগামীকল্য প্রতিযোগীতার ফিস জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। যে করেই হোক কাল সূর্যাস্তের পূবেই আমাকে নবীনগর পৌঁছাতে হবে। স্কুলের সকল শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। না, না, যে করেই হোক কথাটা খন্দকার সাহেব কে মুখ ফুটে বলে ফেলতেই হবে। একবার মুখ ফুটে বলে ফেলতে পারলে খন্দকার সাহেবের টাকা বের করতে সময় লাগবে না। তিনি ওয়ান-টুতে টাকা দিয়ে দেবেন।

আলী আহমদ সাহেব আর গেস্টরুমের দিকে না গিয়ে ইনকিলাবের নিউজটা আরো একবার পড়তে শুরু করেন। যে লোকটি ইন্সপেক্টর হাবিব, টেরা চোখে দুবার তাকালো হেডমাস্টারের দিকে। হেডমাস্টার এতে খানিকটা কেঁপে ওঠেন। বলাতো যায় না, পুলিশ বলে কথা। বাঘে ছুঁলে এক ঘা পুলিশে ছুঁলে সাত ঘা। এই প্রাণী থেকে যতোটা দূরে থাকা যায় ততোই নিরাপদ। তিনি খবরের কাগজটা দিয়ে নিজের মুখটা এমনভাবে ঢেকে রাখেন যাতে ভুল করেও হাবিবের সাথে চোখাচোখি না হয়। এবার তিনি নিউজটা পড়তে শুরু করেন।

‘দুই দলের বন্দুকযুদ্ধ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কবি নজরুলের কবর সংলগ্ন রাস্তায় এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে ঘটনার নায়িকা শিরিন খন্দকার অপুসহ সাতজন আহত হয়। আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড্ডা-রামপুরা রুটের বাস বৈশাখীতে ছাত্রদলের ক্যাডার আব্দুল কাদের রতনের সাথে ছাত্রলীগের শিরিন খন্দকার অপুর বাকবিতন্ডাকে কেন্দ্র করে এই নাশকতামূলক ঘটনার অবতারণা। বিশ্ববিদ্যলয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ভিসিকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা (১১শ পৃ. ৭-এর ক. দ্র.)।’

আপনি কে?

ইন্সপেক্টর হাবিবের প্রশ্নে হেডমাস্টার সাহেবের তন্ময়তা কেটে যায়।

জ্বী, আমাকে বললেন?

এই দুইজনতো আমারই লোক। এই ঘরেতো আপনি ছাড়া আর কোনো অচেনা প্রাণী দেখতাছি না।

আমি কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলী আহমদ।

স্যারের স্ত্রীর নামে বুঝি স্কুল?

জ্বী-অ।

হঠাৎ আলী আহমদ সাহেবের মনে হয়, কাজটা কি ভুল করলাম? এই লোক আবার স্কুল নিয়া কোনো ঝামেলা করবে না-তো? স্যারের স্ত্রীর নামে স্কুল, স্কুল করার টাকা পেলো কোথায়, এইসব?

ভেতরটা কেমন খচখচ করে আলী আহমদ সাহেবের।

হেডমাস্টার সাহেবের কি জ্বর?

আলগা কথায় মেজাজ খারাপ হয় হেডমাস্টারের। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলে চলবে না। এখন সময় খারাপ। খারাপ সময়ে মেজাজ ভালো রাখতে হয়। মেজাজ খারাপ করতে হয় ভালো সময়ে। এই জন্য বড়লোকদের মেজাজ সব সময় খারাপ থাকে।

জ্বী-না। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমার শরীর সুস্থ আছে।

তাইলে যে এই গরমের মইধ্যে একটা কাশ্মিরী শাল গায়ে দিয়া রাখছেন?

এইটা হইলো গিয়া জনাব অলঙ্কার। আমার ছোট ভায়েরা দুবাই থেকে এনেছে। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার হইলো গিয়া সোনা-দানা আর পুরুষের অলঙ্কার হইলো গিয়া শাল, টুপি এইসব। আমিতো শালটা গায়ে দেই নাই। দেখতাছেন না, ভাঁজ করে কাঁধের ওপরে রেখেছি। শীতকাল আসলে গায়ে দেবো ইনশাল্লাহ। আপনারা মামণির সাথে দেখা করেন, আমি গেস্টরুমে যাই। অনেক দূর থেকে এসেছি। বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

হেডমাস্টার সাহেব গেস্টরুমের দিকে পা বাড়ান। তখনি টেলিফোন বেজে ওঠে। এই ঘরে ফোন ধরার মতো কেউ নেই দেখে আলী আহমদ সাহেব টেলিফোন সেটটার দিকে দুপে এগিয়ে কারো আগমন প্রত্যাশা করছেন, এইরকম দৃষ্টিতে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকান। টেলিফোনের শব্দে ওপর থেকে মিলি ছুটে আসে। ইন্সপেক্টর হাবিব আর তার সঙ্গীদের দেখে মিলির পায়ে খানিকটা জড়তা ভর করে। ফোন তোলে মিলি।

হ্যালো।

স্লামালেকুম। আমি সাপ্তাহিক পূর্ণিমা থেকে বলছি। আমি কি শিরিন খন্দকারের সাথে একটু কথা বলতে পারি?

হোয়াট? আপনারাতো ভালো করেই জানেন ও আহত। এ অবস্থায় কি করে কথা বলবে? তাছাড়া ও কোনো কাগজের লোকের সাথে কথা বলবে না। আপনি দয়া করে পরেও আর ফোন করবেন না।

হ্যালো....হ্যালো............শুনুন...আপনি, আপনি কে বলছেন? হ্যালো..হ্যালো..

ফোন রেখে দেয় মিলি।

আবারো ফোন বাজে

হ্যালো

আমি ভোরের কাগজ থেকে বলছি, আমি কি....

লাইন কেটে দেয় মিলি

আবার ফোন বেজে ওঠে।

আমি জনকণ্ঠ থেকে বলছি......................

আমি ইত্তেফাক থেকে বলছি.................

আমি সংগ্রাম থেকে বলছি.........................

আমি সংবাদ থেকে বলছি.........................

ওহ্ অসহ্য।

খন্দকার সাহেব দোতলার রেলিঙে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছেন মিলির দিকে। এবার তিনি ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসেন।

আবারো টেলিফোন বেজে ওঠে।

রিসিভার তোলেন খন্দকার সাহেব। মিলি ভয় পায়। তিনি না আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাহলেতো.......

আব্বু তুমি যাওতো, আমি কথা বলছি।

দেখি না কে।

হ্যালো।

স্লামালেকুম। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম অপু এখন কেমন আছে?

হু দ্যা হেল ইউ আর। শী ইজ জাস্ট ফাইন, গেট লস্ট।

খন্দকার সাহেব ফোন রেখে দেন

মিলির উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। খন্দকার সাহেব রাগে কাঁপছেন। ঠিক গতবছরের মতো অবস্থা।

আব্বু, আব্বু..প্লিজ। আমি সব দেখছি। তুমি চলোতো, ঘরে চলো।

মিলি খন্দকার সাহেবকে ধরে, ওপরে, তার নিজের ঘরে নিয়ে যায়।

❑

অমিতকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। আজ শুক্রবার, অফিস বন্ধ।

ও-কি আবার ফোন করবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অমিত। রিজভি এবং ডলি দুজনই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে।

দোস্ত, মনে হয় প্রচুর আজে-বাজে ফোন আসছে।

কে ফোন ধরেছিল?

রিজভি প্রশ্ন করে।

মনে হয় ওর বাবা। ভীষণ ক্ষ্যাপা। মনে হলো ফোন রিসিভ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। আমি কি আবার ফোন করবো? না-কি ওদের বাসায় চলে যাবো?

আমার মনে হয় এখনি আবার ফোন করা ঠিক হবে না। আর ও বাসায় তুই যাবি কি হিসাবে? যদি অপু তোকে চিনতেই না পারে?

না, এটা হতে পারে না। ও আমাকে অবশ্যই চিনতে পারবে।

রিজভিকে পেছনে ফেলে ডলি এগিয়ে আসে।

আপনি অতো অস্থির হবেন না অমিত ভাই। হয়ত আঘাত তেমন সিরিয়াস কিছু না। একটা কাজ করা যায়। বাড্ডারই একটি মেয়ে আহত হয়েছে। আমিওতো মেয়ে, একই এলাকার। বিকেলে না হয় আমি একবার ওদের বাড়িতে যাই, দেখে আসি অবস্থাটা কি?

একটি চড়ুই পাখি রিজভিদের টিনশেডের ভেন্টিলেটর থেকে উড়ে যাবার সময় একগাদা খড় ফেলে ফ্লোরটা নোংরা করে দিলো।

রিজভি খুব ক্ষেপে যায়।

কি বললে তুমি? তুমি ও বাড়িতে যাবে মানে? ইউ আর এ পপুলার আর্টিস্ট। ইউ কান্ট মুভ লাইক দিস। তোমাকে কে না চেনে? শেষে কাগজে খবর বেরুবে ডলি সায়ন্তনী আওয়ামী লীগ করে। তাছাড়া..

অমিতের কাঁধে হাত রেখে বলে রিজভি,

তোদের পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। আমি যতদূর জানি ডিআইজি সাহেব এলাকার কারো সাথে তেমন একটা মেশে-টেশে না, তার মেয়েরাও না। এলাকাবাসী হিসাবে অসুস্থ কাউকে দেখতে ও বাড়িতে যাওয়াটা কারো জন্যই খুব একটা সুখকর কিছু হবে না।

দোস্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত না।

কিন্তু কাগজেতো কথাটা বেরিয়েছে।

এদেশের সাংবাদিকরা তিলকে তাল করে, একথা কে না জানে?

এক্সাক্টলি। ঠিক এ কারণেই আমি ডলিকে যেতে নিষেধ করছি।

তোর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমার খুব অস্থির লাগছে।

তুমি শালা গেছো। লেট্স ট্রাই টু ফাইন্ড এ সলিউশন।

টেলিফোন বেজে ওঠে। ফোন ধরতে পাশের ঘরে যায় রিজভি।

হ্যালো। কে? সিলেট থেকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি রিজভি, ডলির হাজব্যান্ড বলছি। হ্যাঁ, আপনি আমাকে বলতে পারেন। কবে? বাইশ তারিখ? দাঁড়ান দেখছি।

ডায়রীর পাতা উল্টানোর শব্দ পায় অমিত।

একটা টেনটেটিভ বুকিং আছে, এখনো অ্যাডভান্স করে নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারা যাবে। আরে ভাই বললামতো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, আপনি কাল এসে অ্যাডভান্স করে যান। ওর রেট জানেন তো? কি বললেন? নারে ভাই। ওই টাকায় ডলি সায়ন্তনী ঢাকার বাইরে প্রোগ্রাম করে না। অবশ্যই ডিফরেন্স আছে। এখানে এট লিস্ট তিনদিনের ইনভলভমেন্ট। আপনি বরং অন্য শিল্পী দেখেন। রাগ করবো না। আপনিতো রাগ করার মতো কথাই বলছেন। কত? এটা কি মাছের বাজার পেয়েছেন যে দামাদামী

করছেন? শুনুন, আমি আপনাকে ক্লিয়ার কাট কথা বলছি। ডলিকে দেবেন ২৫ হাজার টাকা। ওর সাথে পাঁচজন হ্যান্ডস যাবে। প্রত্যেককে দেবেন ২ হাজার করে মোট দশ হাজার। ডলির সাথে আমি যাবো। আমাদের দুজনের জন্য প্লেনের টিকেট আর অন্যদের দেবেন এয়ার কন্ডিশন্ড বাসের টিকেট। আমাদের থাকার ব্যাবস্থা করবেন কোনো ফোর স্টার হোটেলে। এখন ভেবে দেখেন। যদি রাজী থাকেন তাহলে এক ঘন্টা পর ফোন করে কনফার্ম করবেন আর কাল বিকেলের মধ্যে এসে অ্যাডভান্স করে যাবেন। ওকে? কে? কার কথা বললেন?

গলাটা এবার নামিয়ে আনে রিজভি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। উনার পরিচয় যখন দিলেন তখন আপনাদের ফাংশন আমরা করে দেবো। আর শুনুন, ডলির এমাউন্ট থেকে পাঁচ হাজার টাকা কমিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এখন খুশিতো? তো কাল দেখা হচ্ছে। আর শুনুন, কাল সন্ধ্যার মধ্যে অ্যাডভান্স না করলে কিন্তু আমরা অন্য পার্টির কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নেবো। তখন আবার আমাদের দোষ দিতে পারবেন না। ঠিক আছে, এখন তাহলে রাখি ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম।

রিজভি ফোন রেখে দেয়।

ডলির কপালে একটা বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। হয়ত পার্টির সঙ্গে রিজভির এই দর কষাকষি ব্যাপারটা ওর পছন্দ হয় নি। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রিজভি। ওকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। স্ত্রীর লেজ ধরে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে খারাপ লাগছে না। সেই সাথে বানের জলের মতো টাকাও আসছে। টিনশেড ভেঙ্গে খুব শিগগীরই নতুন কন্সট্রাকশনে হাত দেওয়া যাবে। সোনার ডিমপাড়া হাসের পাশে এসে গাঁ ঘেষে দাঁড়ায় রিজভি। অমিতের সামনেই ওরা দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।